অনন্যা কন্যা বেগম শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

ভাল নাম শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। অবশ্য পরাণ রহমান কিংবা পরাণ আপা নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তিনি একজন অতিশয় কর্ম-পাগল নারী। সুন্দর এবং মহৎ কিছু সৃষ্টির প্রয়োজনে সৃজনকারীর মাঝে যে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয় তিনি তাই। গমানাগমনের সময় তিনি অসংখ্য পুটলা-পুটলী সঙ্গে নিয়ে চলেন। পত্রিকায় কোন সুন্দর ফিচার কিংবা কোন নারীর জীবনী পেলে তিনি সাথে নিয়ে নেন। কৌতুহলবশতঃ একদিন সাহস করে জিজ্ঞেস করি এতগুলো জিনিস নিয়ে কেন পথ চলেন। তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন কখনো ফকির দেখেছো? তারা কিভাবে পথ চলে? আমি যতদুর দেখেছি তিনি একজন জাত সমাজকর্মী। চিন্ত্মা-চেতনায়, ধ্যানে-জ্ঞানে তিনি সবসময় সমাজ উন্নয়নের কথা বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের কল্যানের কথা ভাবেন। আর্ত-মানরবতার কল্যাণে যৌবনের সোনালী দিনগুলো ব্যয় করেও তিনি ক্ষান্ত্ম হননি। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সর্বদা মগ্ন থাকেন কিভাবে বঞ্চিতা নারীদের কল্যাণে আরো বেশী কাজ করা যায়। তাঁর ধারণা তিনি কোন কাজই এখনো শেষ করতে পারেননি। সবসময় একধরণের অতৃপ্তি ছায়া ফেলে তাঁর কথায়। এই অতৃপ্তি লোভ বিলাসিতার কিংবা অর্থনৈতিক পূর্ণতার অতৃপ্তি নয় এই অতৃপ্তি এক কাজ পাগলের কাজের অসম্পূর্ণতার অতৃপ্তি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তিনি বিনিময়ে কিছু আশা করেন না। নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পছন্দ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছোট ছোট ভাইবোন, প্রতিবেশীদের প্রতি মমত্ব এবং মাতৃত্ববোধ ছিলো প্রবল। স্কুল না পেরোতে বিয়ে এবং যথারীতি সংসার ধর্ম পালন। মায়ের অবর্তমানে ছোট ছোট ভাই-বোনেরা কোনদিন স্নেহ-আদরের অভাববোধ করেনি। তাঁর সন্ত্মানদের সাথে অভিন্ন স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠেছে নিজ ভাই-বোনেরা। পরাণ রহমানের বাবা ছিলেন সংসার বিমুখ, ভাবুক, পরোপকারী একজন সৎ মানুষ। সুতরাং সংসারের প্রতি নজরদারী করা কিংবা চুলা থেকে চালের খবর নেয়া তাঁর পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিলো না। সুতরাং সংসারের বড় সন্ত্মান হিসেবে বাবা-মা দু'জনের আদর একসাথে দিয়ে স্নেহপুর্ণ পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন পরিবারের সবাইকে। তাঁর মধ্যে দেখেছি চিরন্তন এবং যথার্থ মাতৃত্ব। তাঁর মাতৃত্ব শুধুমাত্র ছোট ভাই-বোনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, চেনা-অচেনা সকলের প্রতি তাঁর মমত্ব ছিলো সমান এবং অভিন্ন।

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা না গেলেও সমাজ উন্নয়ন এবং নানামূখী জনকল্যাণমুলক কাজের বদৌলতে চট্রগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের কাছে তিনি "পরাণ আপা" নামেই বেশী পরিচিত। সমাজসেবা এবং নারী উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে তিনি স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধ বিধস্থ দেশে চট্টগ্রামের প্রথম রেজিস্টার্ড এনজিও **"ঘাসফুল"** প্রতিষ্ঠা করেন।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। রাস্ত্মাঘাট কালভার্ট ভেঙ্গে সারাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাজুক। খাদ্যাভাবের সাথে সাথে সমগ্র দেশের মানুষ ভুগছে নানারকম কঠিন রোগ-ব্যাধিতে। চারদিকে স্বজন হারানো ব্যথায় মুমুর্ষ এবং ক্ষুধার্ত মানুষের অর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে আছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভুমিকা পালনকারী মিসেস রহমান তখন একজন গৃহবধূ ,একজন মা। ছোটবেলা থেকেই

স্বপ্নের জাল বুনতেন দেশের জন্য কিছু করার। জাতির এমন দুর্দিনে তিনি বসে থাকতে পারলেন না। মরিয়া হয়ে উদ্যোগ নিলেন কিছু একটা করার। কাজ করতে এসে তিনি বুঝতে পারলেন একা কখনো বৃহত্তর কিছু করা সম্ভব নয়। স্বামী মরহুম এম এল রহমান ছিলেন মহানুভব এবং দরদী। মানুষের দঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পরাণ রহমান এগিয়ে গেলেন স্বামীর সাহস এবং সক্রিয় সহযোগিতায়। ঘাসফুল মূলত পরাণ রহমানের পারিবারিক সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে শুরু করে তার যাত্রা। দিনটি ছিলো ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২। রিলিফ ওয়ার্ক দিয়ে কাজ শুরু করলেও যুগের প্রয়োজনে ঘাসফুল এর জনকল্যাণমুখী কর্মসুচী এবং কর্ম-এলাকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘাসফুল একটি অনাদৃত এবং নির্বিচারে পদদলিত শোভাহীন,গন্ধহীন একটি ফুলের নাম। আকৃতির বাহুল্য কিংবা মন মুগ্ধকর কোন গন্ধ নেই বলে সাধারণত: সহজে কারো দৃষ্টিগোচর হয় না। তবুও ফুল, ঘাসফুল। সমাজে যত্রতত্র পথের ধারে অযত্নে ফুটে থাকা ক্ষুদাকৃতি ঘাসফুলরূপী অনাদৃত মানব সন্ত্মানদের বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়েই মূলত: বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর জন্ম। ঘাসফুল এমন একটি ফুল যে ফুলটির নাম নিলেই পাওয়া যায় মাটির গন্ধ, দেশের গন্ধ, দুঃখী মানুষের গন্ধ। আর একারণেই পরাণ রহমান সংস্থার নাম বেঁচে নিলেন ঘাসফুল। ঘাসফুল দরিদ্র তৃণমূল প্রান্ত্মিক জনসাধারনের কল্যাণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা,ক্ষুদ্রঋণ, আইনী সহায়তা প্রদানসহ অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসুচী বাস্ত্মবায়ন করে যাচ্ছে। একটি কার্যকর যুগোপযোগী সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্থা দিন দিন কর্ম-এলাকা সম্প্রসারণ করে চলছে। বর্তমানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষাধিক উপকারভোগীদের কাছে সংস্থা তার কল্যাণমুখী সেবা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। শহর ও গ্রামের প্রত্যন্ত্ম অঞ্চলে বসবাসকারী নারীদের অধিকার সচেতন এবং তৃণমূল শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় ঘাসফুল বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সম্প্রতি গ্রামীণ নারীদের কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কর্মসুচী হাতে নিয়েছে। ১৯৭২ সালে সকলের অগোচরে ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে প্রতিষ্টিত হওয়া ঘাসফুল আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। আজ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে এখানে আশ্রয় নিয়েছে দুই শতাধিক কর্মী। পরাণ রহমান ও তাঁর পরিবারের বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে সম্ভব হয়েছে ঘাসফুল এর আজকের এই অবস্থান। রহমান পরিবার ছাড়াও গত তিন দশকের অধিক সময় ধরে সংগঠনে কাজ করা কিছু দক্ষ ত্যাগী কর্মীদের অক্লান্ত্ম পরিশ্রম। শামসুন্নাহার রহমান পরাণ সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে এখনও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যক্তিগত জীবনে নির্লোভ, ত্যাগী, সজ্জন, "কঠিন সাধনাই সাফল্যের একমাত্র পথ" এই স্লোগানে বিশ্বাসী গুনী মহিলাটি জন্ম গ্রহণ করেন চট্টগ্রামের বাটালী রোডস্থ তৎকালীন মাতামহের নিবাস **"মায়া কুটিরে"**। সালটি ছিল ১৯৪০, ১লা জুন। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার জগনাথ দিঘী ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারের সন্তান তিনি। পিতা মরহুম আমির হোসেন মজুমদার ছিলেন তৎকালীন ঋণ শালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সম্মানী জুরি বোর্ডের সদস্য। 'মা' মরহুমা সাজেদা খাতুনও ছিলেন সংস্কারমুক্ত, বিদ্যানুরাগী, অনগ্রসর নারী সমাজের উন্নয়নকামী, পরোপকারী এক বিদুষী মহিলা। পরান আপার কাছে তাঁর দাদা সুফী আবদুল আজীজ এবং দাদী কামরুন্নেচ্ছা চৌধুরানীর এবাদত এবং দান খয়রাতের কথা শুনেছি। দুর্ভিক্ষের দিনে লঙ্গরখানা খোলার গল্প শুনেছি। সুতরাং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি শৈশবেই শিক্ষা পেয়েছিলেন অসহায় নির্যাতিত আর্তমানবতার সেবা করা মানে বিলাসিতা নয়, পরিচিতি কিংবা

প্রতিপত্তি নয়, জনসেবা হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা, জন্মের ঋণ শোধ। সমাজের অনগ্রসর নারী ও শিশুদের কল্যাণ এবং দেশ গঠনে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চষে বেড়িয়েছেন। অংশগ্রহণ করেছেন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক দেশ বিদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় আর্ন্তজাতিক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী কাজে। সমাজের নানা অনিয়ম দুর্ভোগ নির্যাতিত নারীদের কথা বলতে গিয়ে কখনো কখনো তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। দেশের জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিকে লেখার পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। তার গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাতকার কিংবা কবিতায় উপলব্দি করা যায় সমাজের নির্যাতিত নারী ও শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং উন্নয়নের আকুলতা। সমাজের উঁচুতলার বেগম সাহেবাদের সাথে যেমন তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে বস্তি এলাকার লেদুনীর সাথে আন্তরিক সখ্যতা। তিনি বাল্য সখী হরিজন কন্যা রাধাকেও ভুলতে পারেন না। সুইপার কলোনী থেকে রাধার ছেলে নারায়ণ ঘটা করে দেখতে আসে আপাকে, যেন আত্মার আত্মীয়।

ছবিতে গ্রামীণ ব্যংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ডঃ ইউনুস এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভণর ডঃ সালাহ উদ্দিনের মাঝে বেগম শামসুন্নাহার রহমান পরাণ।

পারিবারিক জীবনে তিনি পাঁচ সন্তান ও নাতি-নাতীনদের নিয়ে সময় কাটান। তার সুযোগ্য উত্তরসুরী আমেরিকা প্রবাসী প্রিয় নাতনী চিত্র শিল্পী, সফল গল্পকার জেরীনা মাহমুদকে নিয়ে তিনি গর্ববোধ করেন। তিনি আশা করেন, তার অসম্পুর্ণ স্বপ্নগুলোর সফল বাস্তবায়ন কিংবা সমাজে তিনি যে উন্নয়নের মশাল জ্বালাতে চেস্টা করেছিলেন ভবিষ্যতে প্রিয় নাতনী জেরিনা মাহমুদই সেই মশাল বহন করে নিয়ে যাবে কঠিন বন্ধুর পথের বুক চিরে চিরে আগামী প্রজন্মের কাছে। সক্ষম হবে তার প্রজ্জ্বলিত সেই আলোর মশালে আলোকিত করতে আমাদের চির দুঃখিনী এই দেশ ও সমাজকে। বর্তমানে ৬০ বছর বয়সী জনপ্রিয় চরিত্র "পরাণ আপা" ঘাসফুল এর চেয়ারম্যান হিসেবে সমাজসেবায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তিনি একলা চলো নীতি বিশ্বাস করেন না, তিনি বিশ্বাস করেন সম্বলিত অগ্রযাত্রা। বিভিন্ন সময়ে তিনি চেষ্টা করেছেন আমাদের তাঁর সকল ভাইবোনদের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করতে। স্কুল পড়তেই বিয়ে হয়ে যায় পরাণ রহমানের। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে মেট্রিকুলেশন পাশ দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে আই.এ ক্লাশে ভর্তি হন। প্রাইভেটে বিএ পাশ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিন্তু এমএ আর পাশ করা হয়নি। ছেলে-সন্তান তদারকির কারণে আর পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে ব্যবস্থাপনায় ডিপ্লোমা গ্রহণ। যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে "পাবলিক হেলথ" বিষয়ে স্নাতকোত্তর (মাষ্টার্স) ডিগ্রি অর্জনের জন্য বৃত্তি লাভ করলেও তিনি ছোট ছোট সন্তান-সন্তদির কথা ভেবে উচ্চশিক্ষার বাসনা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বই ও পত্রিকা পড়তে ভীষণ ভালবাসেন এবং অন্যান্য শখের কাজগুলোর মধ্যে বাগান করা, ছবি তোলা, দেশ ভ্রমণ করতে ভালবাসেন।

কাজের প্রয়োজনে তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

সমাজসেবা এবং নারী উন্নয়নে ভুমিকা রাখায় তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯১ সালে প্রেসিডেন্ট পদক'৯০, যুব উন্নয়ন পদক'৯০, ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠ কর্মী পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে চট্টগ্রাম বিভাগে শ্রেষ্ঠ এনজিও পুরস্কার, ২০০২ সালে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি স্বর্ণ পদক, ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ স্বর্ণ পদক'০৩, ২০০৪ সালে প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম সাহিত্য একাডেমী একুশে স্বর্ণ পদক'০৪, মাতৃভূমি পদক'০৪ ইং, সমাজসেবা অবদানের জন্য রোটারী ক্লাব চট্টগ্রাম,ওয়েষ্ট কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা প্রদান, সমাজসেবা ও সাহিত্য চর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র, ঢাকা কর্তৃক সম্মননা প্রদান, ২০০৫ সালে শিক্ষা নারী উন্নয়ন ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য সেডনা ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মননা ক্রেষ্ট ২০০৫ প্রদান, চট্টগ্রাম সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক চট্টগ্রাম সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ পদক প্রদান করা হয়।

তাঁর কর্মবহুল জীবনে দেশ ভ্রমণের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সালে চীনে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, ২০০০ সালে জাতি সংঘে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রায় শতাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দেশের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি গুরুত্বপুর্ণ মতামত দিয়ে দেশের সুনাম আর্জনে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে যে মানুষটি সর্বদা সর্বক্ষণ সহায়তা, উদারতার হাত নিয়ে সহযাত্রী হতেন তিনি হলেন আমাদের দুলাভাই মরহুম লুৎফুর রহমান। তিনি বহু সম্মেলনে

ব্যস্ততম জীবনের মোড়ে মোড়ে যে অবসরগুলো পেয়েছেন তিনি সেগুলো ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। অবসরে তিনি ছোটগল্প, কবিতা, এবং পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন চলমান ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখাগুলোর মধ্যে রয়েছে: ১. উপলব্দির আঙ্গিনায় (ছোট গল্প) ২._একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (ছোট গল্প) ৩._সূবচন সংগ্রহ_৪. ছোটমণিদের বর্ণ-শব্দ- বাক্য শেখা ৫. সেলাই শিক্ষা সহায়িকা ৬. পুস্প পরাগ (গল্প সংকলন) ৭. গল্প মঞ্জরী (গল্প সংকলন) ৮. ছোটমণিদের হাতের লেখা ৯. স্বল্প খরচে সুবিধাভোগী ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা (গবেষণামুলক গ্রন্থ) ১০. নয়নের সম্মুখে তুমি নাই (স্মৃতিচারণমুলক লেখা) ১১. বেগম সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ। এছাড়া তিনি দেশ-বিদেশে

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, ইলেকট্রনিক্স মিড়িয়াগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাক্ষাতকার প্রদানসহ রেডিও-টেলিভিশনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানে কথক হিসেবে সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

আত্মপ্রচারবিমুখী এই মহিলাটি সত্যিই এক বিচিত্র এবং বর্ণিল জীবন নিয়ে জীবনের সিঁড়ি পাড়ি দিয়েছেন যা নতুন প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকতে পারে। আমরা মনে করি যারা সমাজসেবা কিংবা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য পরাণ রহমান একটি পাঠশালা হিসেবে কাজ করবে। তিনি আনেকের মধ্যে একজন। "সাপ্তাহিক অনন্যা" দেশের একজন অনন্যা নারী হিসেবে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকাশ করেছেন তাঁর বর্ণিল জীবনী। সব মিলিয়ে আমার দৃষ্টিতে বড় আপা একজন অনন্যা কন্যা, অনন্যা নারী। আমি তার সুস্থ, উৎকৃষ্ট এবং সফলময় দীর্ঘায়ু (হায়াতে তৈয়বা)কামনা করছি।

সৈয়দ মামুনূর রশীদ, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম ।